কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড় "সিত্রাং"এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক পরামর্শ (হালনাগাদ:):

(বাগেরহাট, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, ঝিনাইদহ, **খুলনা**, কুষ্টিয়া, মাগুরা, মেহেরপুর, নড়াইল, সাতক্ষীরা বরিশাল, **বরগুনা**, ভোলা, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া **কুমিল্লা**, চাঁদপুর, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, ফেনী, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, **কক্সবাজার**, ঢাকা, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ সিলেট, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলার জন্য)

প্রকাশের তারিখ : ২৪ অক্টোবর, ২০২২

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের (বিএমডি) বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিনের তথ্য অনুসারে, পূর্ব-**মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন** পশ্চিম-**মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর অবস্থিত ঘূর্ণিঝড়** "সিত্রাং"-একই এলাকার উপর দিয়ে **উত্তর দিকে অগ্রসর হচ্ছে** এবং এটি আরও ঘনীভূত হয়ে উত্তর উত্তর-**পূর্ব দিকে অগ্রসর** হয়ে উপকূলীয় জেলা বরিশাল-চট্টগ্রামের কাছাকাছি খেপুপাড়া দিয়ে ২৫ শে অক্টোবর ভোরে অতিক্রম করার সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণে, ২৪-২৬ অক্টোবর ২০২২-**এর মধ্যে উপরোক্ত জেলাগুলিতে ঘূর্ণিঝড়ের** কারণে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে এবং উপকূলের কোথাও কোথাও অতি **ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা** রয়েছে। ভারী বৃষ্টিপাত **এবং উচ্চ বাতাসের গতির কারণে ফসল চাষের** উপর প্রভাব পড়তে পারে। এমতাবস্থায়, মহাপরিচালক, **কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দন্ডায়মান ফসল রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত জরুরি পরামর্শসমূহ প্রদান করা** হলো:

- আমন ধান ৮০% **পরিপক্ক হলে অতিসত্বর** কেটে ফেলার পরামর্শ দেয়া হলো। অন্যথায় **ঘূর্ণিঝড়ে ফসলের** ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
- পরিপক্ক উদ্যান ফসল ও সবজি **দ্রুত সংগ্রহ করে নিতে হবে।**
- **সেচ নালা পরিষ্কার রাখতে হবে যাতে ধানের জমিতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে।**
- ক্ষেতের চারপাশে উচুঁ বাঁধ দিতে হবে যাতে পানির স্রোত দন্ডায়মান ফসলের ক্ষতি করতে না পারে।
- **ঘূর্ণিঝড় চলে যাওয়ার পর অতি বৃষ্টি ও ঝড়ে যে গাছগুলি মাটিতে পড়ে যাবে তা অতি দ্রুত উঠিয়ে ফেলতে হবে।**
- **যেহেতু ভারী বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ায় বীজ ও চারা ভেসে যেতে পারে তাই এই মূহুর্তে বীজ বপন ও চারা রোপণ** থেকে বিরত থাকতে হবে।
- সেচ, **সার ও কীটনাশক প্রয়োগ আপাতত বন্ধ রাখতে হবে।**
- **পুকুরের চারপাশ জাল দিয়ে ঘিরে দিন যেন ভারী বৃষ্টিপাতের পানিতে মাছ ভেসে না যায়।**
- গবাদি পশু ও হাঁস-**মুরগী নিরাপদ উচ্চ স্থানে স্থানান্তরিত করতে হবে।**
- **মৎস্যজীবিদের সমুদ্রে যাওয়া থেকে বিরত থাকার** পরামর্শ দেয়া হলো।

ড. **মোঃ শাহ কামাল খান**
প্রকল্প পরিচালক
মোবাইল ফোন নং +৮৮০১৭১২ ১৮৪২৭৪